উপবৃত্তি বন্ধ কেন

সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না

| ঢাকা , বুধবার, ৩০ অক্টোবর ২০১৯

দুটি প্রকল্পের আওতায় ৪৩৭টি উপজেলার শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রকল্পের অধীনে ২৫০টি উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ রয়েছে ৩ বছর ধরে। উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ থাকার বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। এ নিয়ে গতকাল সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) মাধ্যমে ২৫০টি উপজেলায় উপবৃত্তি দেয়া হতো। ২০১৯ সালের জুনে প্রজেক্টির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু আমলাদের ফাইল চালাচালিতেই আটক আছে সেই নির্দেশ।

অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যেই প্রধানত উপবৃত্তি দেয়া হয়। উপবৃত্তি দেয়ার সুফলও মিলেছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়ার হার কমেছে। তবে বছরের পর বছর ধরে উপবৃত্তি দেয়া বন্ধ থাকলে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যেতে পারে। অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সন্তানের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করা

দুঃসাধ্য। উপবৃত্ত বাঞ্চত এলাকার শিক্ষার্থীদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, উপবৃত্তি বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার এ দায় কার। যেসব আমলার কারণে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর পড়ালেখ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, অনেক শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে ঝরেও পড়েছে, সেসব আমলাদের জবাবদিহি আদায় করা জরুরি। আমলাদের কাজে গাফিলতিতে শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। একশ্রেণীর আমলা শিক্ষা খাতকে জিম্মি করে রেখেছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইডিপি) মাধ্যমে উপবৃত্তিসহ সব প্রকল্পকে এক ছাতার নিচে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এ সুযোগে একশ্রেণীর আমলা হরিলুটের আয়োজন করেছে। কোন প্রকল্পের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কোন অভিযোগেরই সুরাহা হয়নি। আমলারা এমনিতেই অনিয়ম-দুর্নীতির প্রশ্নে বেপরোয়া। এখন সরকারি চাকরি আইন হওয়াতে তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। যখন আমলাদের কাজে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি উঠছে সরকার তখন তাদের আইন করে রক্ষা করছে। দেশে শুদ্ধি অভিযান চলছে। এ অভিযানে অনেক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু একজন আমলার বিরুদ্ধেও কোন

ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। তারা বহালতবিয়তেই আছেন।

আমরা বলতে চাই, আমলাদের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম-দুর্নীতির সব অভিযোগের সুরাহা করতে হবে। তাদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। তাদের কাজে স্বচ্ছতা আনা না গেলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে না। আমলাদের রক্ষাকবচ হিসেবে পরিচিত সরকারি চাকরি আইন সংশোধন করতে হবে। ফৌজদারি মামলায় সরকারি চাকুরেদের গ্রেফতারে পূর্বানুমতির বিধান বাতিল করতে হবে।

যেসব উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ রয়েছে, সেসব উপজেলায় জরুরি ভিত্তিতে তা চালু করতে হবে। উপবৃত্তির অভাবে একজন শিক্ষার্থীও যেন ঝরে না পড়ে সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।